তারিখ 13 AUG 2016
পৃষ্ঠা ২ ৩ কলাম ৬

যুগান্তর

দেড় হাজার বেসরকারি কলেজ উন্নয়ন প্রকল্পে অনিয়ম

হামিদ-উজ-জামান

নির্বাচিত দেড় হাজার বেসরকারি কলেজ উন্নয়নে ব্যাপক অনিয়ম হয়েছে। তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য এসব কলেজকে প্রকল্পভুক্ত করা হলেও এখনও একটি কলেজেও আইসিটি ল্যাব স্থাপন হয়নি। যদিও এটি ছিল প্রকল্পের অন্যতম কাজ। এছাড়া ডিজাইন প্রণয়নে বিলম্ব, নির্মাণ সামগ্রী ল্যাবরেটরি পরীক্ষা না করা, নিম্নমানের মোজাইক ও দরজার কাঠ ব্যবহার, নকশা অনুযায়ী একাডেমিক ভবন নির্মাণ না করা, শ্রেণীকক্ষ নির্মাণে নকশার তোয়াক্কা না করা, জলছাদ ও চিলেকোঠা নির্মাণে অর্থের অপচয়,

■ পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৪

বেসরকারি কলেজ উন্নয়ন প্রকল্পে অনিয়ম

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

খেয়ালখুশিমতো পানির ট্যাংক স্থাপন, ঠিকাদারের গাফিলতিসহ নানা অনিয়ম ধরা পড়েছে ৫ হাজার ৫৪৭ কোটি ৭৪ লাখ ৩০ হাজার টাকা ব্যয়ের এ প্রকল্পে। এ পরিপ্রেক্ষিতে নির্ধারিত সময় ২০১৮ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে প্রকল্পটির কাজ শেষ করা নিয়ে আশংকা দেখা দিয়েছে। আর সেই সঙ্গে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার উদ্দেশ্যে অর্জনের লক্ষ্যে বেসরকারি নির্বাচিত কলেজগুলোর বর্ধিত ভৌত অবকাঠামো এবং আইসিটি শিক্ষা সামগ্রী সরবরাহের মাধ্যমে শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়ন করার উদ্দেশ্য পূরণ নিয়েও দেখা দিয়েছে সংশয়। সম্প্রতি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের (আইএমইডি) এক প্রতিবেদনে এ চিত্র উঠে এসেছে। আইএমইডি সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

৪ বছরে ১টি আইসিটি ল্যাবও স্থাপন হয়নি

নকশার তোয়াক্কা না করেই নির্মাণ কাজ

চিলেকোঠা ও জলছাদ নির্মাণে অর্থের অপচয়

এ বিষয়ে জানতে চাইলে তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত বেসরকারি কলেজসমূহের উন্নয়ন (সংশোধিত) প্রকল্পের পরিচালক সিরাজুল ইসলাম শুক্রবার যুগান্তরকে বলেন, এ নিয়ে বন্ধের দিনে আমি তেমন কিছু বলতে পারব না। তাছাড়া আমি গত ১০ মার্চ প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব নিয়েছি। অফিসে এলে বিস্তারিত আলাপ করা যাবে।

আইএমইডি বলছে, প্রতিটি কলেজে একটি করে আইসিটি ল্যাব স্থাপন করা এ প্রকল্পের একটি অন্যতম কাজ। প্রকল্প মেয়াদের প্রায় ৪ বছর পেরিয়ে গেলেও একটি কলেজেও আইসিটি ল্যাব স্থাপন করা হয়নি। এরই মধ্যে ৩৬৬টি কলেজের নির্মাণ কাজ পরিপূর্ণভাবে শেষ হয়েছে। তাছাড়া সদ্য সমাপ্ত ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৫০টি কলেজে আইসিটি ল্যাব স্থাপনের পরিকল্পনা নেয়া হলেও এখন পর্যন্ত (মে মাস পর্যন্ত) যন্ত্রপাতি ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের প্রাথমিক কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়নি।

প্রতিবেদনে দেখা যায়, মূল্যায়ন করতে যে ৫০টি কলেজ নমুনা হিসেবে নেয়া হয়েছে সেগুলোর মধ্যে ২টি কলেজে কংক্রিটের টেস্ট, ৪টি কলেজে ইটের বিভিন্ন পরীক্ষা এবং দুটি কলেজে স্থানীয় ও বাইরে থেকে আনা বালুর ল্যাবরেটরি টেস্ট না করেই নির্মাণ কাজে ব্যবহার করা হয়েছে, যা নির্মাণ বিধিমালা পরিপন্থী।

আইএমইডি বলছে, ঢাকার সলিমুল্লাহ ডিগ্রি কলেজের বিদ্যমান ভবনের তিনতলা ও চারতলার উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কাজের গুণগতমান ভালো হয়নি। দেয়াল প্লাস্টার ও ব্লাকবোর্ড মসৃণ হয়নি। দেয়ালে রঙের কাজ সঠিকভাবে করা হয়নি। মানিকগঞ্জে জরিনা ডিগ্রি কলেজের দরজার মেহগনি কাঠের মান ভালো নয়। দরজার পাল্লা মসৃণ হয়নি। দরজা-জানালায় ব্যবহৃত ছিটকানি ও লক নিম্নমানের। সুনামগঞ্জের মইনুল হক কলেজে ফ্লোর মোজাইক ভালো হয়নি। অনেক স্থানে ছোট ছোট গর্ত দেখা গেছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌর ডিগ্রি কলেজের টয়লেট ব্লকে সঠিকভাবে স্লপিং করে টাইলস বসানো হয়নি, ফলে প্রবেশ পথে পানি জমে থাকে। মোজাইক কাজও মানসম্মত হয়নি। দরজার পাল্লার নিচের অংশে মেঝে থেকে উপরে প্রায় দেড় ইঞ্চি ফাঁকা। আলগা কাঠ দিয়ে বন্ধ করা হয়েছে।

এছাড়া সংশোধিত উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবে (আরডিপি) উল্লিখিত নকশা অনুযায়ী খুলনা জেলার কয়রা উপজেলায় একাডেমিক ভবন নির্মাণ করা হয়নি। নির্মাণ নকশা অনুযায়ী দোতলা ভবনের প্রতিটি তলায় ৩টি করে শ্রেণীকক্ষ নির্মাণের কথা থাকলেও গোপালগঞ্জের কাজী মন্টু কলেজ ও সুনামগঞ্জের মইনুল হক কলেজে তা অনুসরণ করা হয়নি। এক্ষেত্রে দুটি শ্রেণীকক্ষ একত্রে একটি করে করা হয়েছে।

মূল প্রকল্পে প্রতিটি কলেজে ভবিষ্যতে উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের সংস্থান রেখে ৪তলা, ৫তলা ও ৮তলার ভিত দিয়ে ১ম তলা ও ২য় তলা নির্মাণ করার সংস্থান ছিল। এভাবেই নির্মাণ কাজ শুরু হয়। পরবর্তীতে নির্মাণ কাজ চলাকালে প্রকল্পভুক্ত প্রতিটি কলেজে ভিত অনুযায়ী ৪, ৫ ও ৮তলা নির্মাণের জন্য প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়। কিন্তু এরই মধ্যে বহু কলেজে দোতলার ছাদে জলছাদ এবং চিলেকোঠা নির্মাণ করা হয়েছে। এখন এসব জলছাদ ও চিলেকোঠা ভাঙতে হচ্ছে। ফলে এসব তৈরি করতে লাখ লাখ টাকা এবং ভাঙতে বাড়তি টাকা অপচয় হচ্ছে।

প্রতিবেদনের নমুনাভুক্ত ৫০টি কলেজের মধ্যে ৩৪টি কলেজের নির্মাণ কাজের কার্যাদেশে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা হয়নি। যেসব কারণে এটা করা যায়নি তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ঠিকাদারের গাফিলতি। প্রকৌশলীদের অনেকে জানিয়েছেন, ঠিকাদারের গাফিলতি বা অবহেলার কারণে নির্মাণ কাজ যথাসময়ে সম্পন্ন হয় না।

মূল প্রকল্পে প্রতিটি কলেজে ২ হাজার গ্যালন পানির ধারণক্ষমতাসম্পন্ন আরসিসি পানির ট্যাংক নির্মাণ করার কথা। কিন্তু আরসিসি পানির ট্যাংকের পরিবর্তে প্রতিটি কলেজে দেড় হাজার লিটার ধারণক্ষমতার প্লাস্টিকের পানির ট্যাংক বসানো হয়েছে।

আইএমইডি বলছে, এরই মধ্যে নির্মিত একাডেমিক ভবনে শিক্ষার্থীদের বসার বা শ্রেণীকক্ষের জন্য ৬টি করে শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে। কিন্তু কিছু কিছু কলেজে কক্ষগুলো অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের অফিস এবং কলেজের দাফতরিক কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়া আইসিটি ব্যবহারিক পাঠদানের জন্য কোনো প্রতিষ্ঠানেই ডেমোনেস্ট্রেটর নিয়োগ দেয়া হয়নি।

সূত্র জানায়, ২০১২ সাল থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ প্রকল্পটি হাতে নেয়। প্রথম পর্যায়ে এটি বাস্তবায়নে ব্যয় ধরা হয়েছিল ২ হাজার ৩৮৭ কোটি ৭০ লাখ টাকা। কিন্তু পরবর্তী কার্যক্রম বাড়িয়ে দেড় বছর সময় বৃদ্ধি করে ২০১৮ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ব্যয় ১৩২ শতাংশ বাড়িয়ে ৫ হাজার ৫৪৭ কোটি ৩০ লাখ টাকা করা হয়েছে। এরই মধ্যে প্রকল্পটির মোট ব্যয়ের ৭৬ দশমিক ৩৫ শতাংশ নির্মাণ কাজের জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা অধিদফতর।